# অভিযোগ নং-৯২/২০২২ এর চূড়ান্ত আদেশঃ

**অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** গত ১০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে জনাব জামাল উদ্দিন কপিরাইট লঙ্ঘনজনিত কারণে যথাযথ আইনানুগ প্রতিকার সংক্রান্ত একটি আবেদন কপিরাইট অফিসে দাখিল করেন। দাখিলকৃত অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, তার অনুমতি ব্যতিরেকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ' নামক গ্রন্থে ১ম খন্ডে ১০ থেকে ২৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তার গবেষণাকর্ম 'অপারেশন জ্যাকপট' নামক প্রবন্ধটি হুবহু ছাপানো হয়েছে। কিন্তু প্রবন্ধের শেষে লেখক হিসেবে জামাল উদ্দিনের নাম না দিয়ে হারুন অর রশিদের নাম দেয়া হয়।

**বাদীপক্ষের লিখিত বক্তব্যঃ** ০৮ জুলাই ২০১৭ সালে পরিচালক ও সম্পাদক অধ্যাপক হারুন অর রশিদ প্রেরিত ০৮ জুলাই ২০১৭ তারিখের পত্রে ভুক্তি শিরোনামের ৭নং ভূক্তিতে "অপারেশন জ্যাকপট (চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়নগঞ্জ, মংলা) শিরোনামে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য আদেশ দেন। উক্ত আদেশনামা পাওয়ার পর তিনি উল্লেখিত স্থানসমূহে দীর্ঘ ২ মাস ধরে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। তিনি জানান যে, তাকে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধের জন্য নির্ধারিত সম্মানী সম্পাদক স্বাক্ষরিত ব্যাংক চেকের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু "অপারেশন জ্যাকপট" সহ চট্টগ্রাম শহরের প্রায় বিশটি ভূক্তি বা প্রতিবেদনের জন্য তাকে কোনো সম্মানী প্রদান করা হয়নি। উক্ত প্রতিবেদনটির তথ্য সংগ্রহের জন্য "অপারেশন জ্যাকপট (চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়নগঞ্জ, মংলা) সরেজমিন পরিদর্শন করতে গিয়ে তার প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা নিজ থেকে ব্যয় খরচ করতে হয়েছে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন প্রবন্ধটি তার নামে ছাপানো হবে এবং তিনি-ই নির্ধারিত সম্মানী পাবেন। কিন্তু তা না হয়ে লেখাটি ছাপানো হয়েছে স্বয়ং সম্পাদকের নামে।

**বিবাদী পক্ষের জবাবঃ** আবেদনকারী যে লেখাটি এশিয়াটিক সোসাইটির মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষে ছাপার জন্য জমা দেন, তার প্রায় ১০০ ভাগ অপর একটি বই থেকে হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে। এরপক্ষে প্রমাণস্বরূপ তিনি 'মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান' নামক একটি গ্রন্থ দাখিল করেন যার লেখক কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান। তিনি উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর সম্পাদনায় দুনিয়া কাঁপানো জলযুদ্ধঃ অপারেশন জ্যাকপট নামক যে প্রবন্ধটি এশিয়াটিক সোসাইটির 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ' নামক গ্রন্থে ব্যবহারের জন্য জমা দেন, উক্ত প্রবন্ধটি 'মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান' নামক গ্রন্থের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। তিনি প্রমাণস্বরূপ কোন কোন পৃষ্ঠার সাথে অভিযোগকারীর প্রবন্ধের হুবহু মিল রয়েছে তা স্পষ্ট করে নিম্নরূপভাবে চিহ্নিত করেছেন।

| দুনিয়া কাঁপানো জলযুদ্ধঃ অপারেশন জ্যাকপট-জামাল উদ্দিন | 'মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান'-কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান |
|---|---|
| পৃষ্ঠা-১ | পৃষ্ঠা-৩১ |
| পৃষ্ঠা-২ | পৃষ্ঠা-৩২,৩৫,৩৬ |
| পৃষ্ঠা-৩ | পৃষ্ঠা-৩৬,৩৭,৩৮ |
| পৃষ্ঠা-৪ | পৃষ্ঠা-৩৮,৩৯ |
| পৃষ্ঠা-৫ | পৃষ্ঠা-৩৯,৪০ |
| পৃষ্ঠা-৬ | পৃষ্ঠা-৪০,৪১,৪২ |
| পৃষ্ঠা-৭ | পৃষ্ঠা-৪২,৪৩,৪৪ |
| পৃষ্ঠা-৮ | পৃষ্ঠা-৪৪,৪৬,৪৭ |
| পৃষ্ঠা-৯ | পৃষ্ঠা-৪৭,৪৮,৪৯ |

| | |
|---|---|
| পৃষ্ঠা-১০ | পৃষ্ঠা-৪৯,৫১,৫২,৫৩ |
| পৃষ্ঠা-১১ | পৃষ্ঠা-৫৩,৫৪,৫৫,৫৬ |
| পৃষ্ঠা-১২ (আংশিক) | পৃষ্ঠা-৬৯,৭১ |
| পৃষ্ঠা-১৩ | পৃষ্ঠা-৭১,৭৩ |
| পৃষ্ঠা-১৪ (আংশিক) | পৃষ্ঠা-৭৪,৭৫ |
| পৃষ্ঠা-১৫ (আংশিক) | পৃষ্ঠা-৭৬ |
| পৃষ্ঠা-১৬ (আংশিক) | পৃষ্ঠা-৭৬,৭৭,৭৮ |
| পৃষ্ঠা-১৭ (আংশিক) | পৃষ্ঠা-৭৮ |
| পৃষ্ঠা-১৮ (আংশিক) | পৃষ্ঠা-৭৮,৮০ |
| পৃষ্ঠা-১৯ (আংশিক) | পৃষ্ঠা-৭৯ |
| পৃষ্ঠা-২০ (দুই তৃতীয়াংশ) | পৃষ্ঠা-৮০,৮১ |
| পৃষ্ঠা-২১ (আংশিক) | পৃষ্ঠা-১০৫ |
| পৃষ্ঠা-২২ | পৃষ্ঠা-১০৫,১০৭ |
| পৃষ্ঠা-২৩ (দুই তৃতীয়াংশ) | পৃষ্ঠা-১০৯,১১০,১১১ |
| পৃষ্ঠা-২৪ | পৃষ্ঠা-১১২,১১৩ |
| পৃষ্ঠা-২৫ | পৃষ্ঠা-১১৩,১১৪ |
| পৃষ্ঠা-২৬ | পৃষ্ঠা-১১৪,১১৫,১১৬ |
| পৃষ্ঠা-২৭ | পৃষ্ঠা-১১৬,১১৯,১২০,১২১,১২৬ |
| পৃষ্ঠা-২৮ | পৃষ্ঠা-১৬৫,১৬৬ |
| পৃষ্ঠা-২৯ | পৃষ্ঠা-১৬৬,১৬৮ |
| পৃষ্ঠা-৩০ | পৃষ্ঠা-১৬৯,১৭০,১৭৮,১৭৯ |
| পৃষ্ঠা-৩১ | পৃষ্ঠা-১৭৯,১৮০ |
| পৃষ্ঠা-৩২ | পৃষ্ঠা-১৮৪,১৮৫ |
| পৃষ্ঠা-৩৩ (দুই তৃতীয়াংশ) | পৃষ্ঠা-১৮৭,১৮৮ |
| পৃষ্ঠা-৩৪ (আংশিক) | পৃষ্ঠা-৮২,৮৩ |

| | |
|---|---|
| পৃষ্ঠা-৩৫ | পৃষ্ঠা-৮৩,১১৭,১১৮ |
| পৃষ্ঠা-৩৬ | পৃষ্ঠা-১১৮,১৭০ |

**পর্যালোচনাঃ** উভয়পক্ষের লিখিত বক্তব্য ও দাখিলকৃত অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগকারী পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকল্পে সহকারী সমন্বয়ক পদে কাজ করতেন। কাজের ধারাবাহিকতায় তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণায় কাজও করতেন। অভিযোগকারী তার অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ তৈরির জন্য তাকে কোনপ্রকার পারিশ্রমিক দেয়া হয়নি। অভিযোগকারী তার প্রবন্ধ তৈরির ক্ষেত্রে মোট ১৩টি গ্রন্থ ব্যবহার করে দুনিয়া কাঁপানো জলযুদ্ধঃ অপারেশন জ্যাকপট নামক প্রবন্ধ তৈরি করেছেন তার মধ্যে রেফারেন্স হিসেবে 'মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান' গ্রন্থটিরও কথা উল্লেখ রয়েছে। অপরদিকে বিবাদী প্রফেসর হারুন অর রশিদ সম্পাদিত 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ' প্রবন্ধে তথ্যসূত্র হিসেবে 'মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান' গ্রন্থটিরও কথা উল্লেখ রয়েছে। দেখা যায় যে, উভয়ই তাদের প্রবন্ধে রেফারেন্স হিসেবে 'মুক্তিযুদ্ধে নৌ-অভিযান' গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রফেসর হারুন অর রশিদ সম্পাদিত 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ' এর অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ 'অপারেশন জ্যাকপট' এর সহিত অভিযোগকারীর দাখিলকৃত অভিযোগ গ্রন্থের সাথে হুবহু মিল নেই। অন্যদিকে অভিযোগকারী তার প্রবন্ধে রেফারেন্স বই থেকে হুবহু তুলে দিয়েছেন। সেখানে তিনি উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার না করে পাদটীকায় তথ্যসূত্র এক সাথে ব্যবহার করেছেন। বিবাদী প্রফেসর হারুন অর রশিদ তার প্রবন্ধের বিভিন্ন তথ্য নিজের ভাষায় উপস্থাপন করেছেন এবং তথ্যসূত্র যথাযথভাবে উল্লেখপূর্বক লেখকগণের নৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এতে অভিযোগকারীর আনীত অভিযোগ যৌক্তিকতার মানদন্ডে কপিরাইটের আওতায় গ্রহণযোগ্য নহে। উভয়পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ হয়েছে কিনা-তা কপিরাইট আইনে বিচার্য বিষয় নহে। অপরদিকে অধ্যাপক জনাব হারুন অর রশিদ অভিযোগকারীর অভিযোগের জবাবে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার যে অনুরোধ করেছেন তা লোকাস স্ট্যান্ডি না থাকায় গ্রহণযোগ্য নহে।

**সিদ্ধান্তঃ ০৮/০১/২০২২ তারিখে গবেষক জনাব জামাল উদ্দিন কর্তৃক বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ গ্রন্থের সম্পাদক জনাব হারুন অর রশিদের বিরুদ্ধে আনিত কপিরাইট লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। এমতাবস্থায় বিবেচ্য অভিযোগটি খারিজ করা হলো।**

০৩/০৭/২০২৪

মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি
রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটস
বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস, ঢাকা।